দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 8 MAR 2003 ...

২০ মার্চের মধ্যে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ না হলে আন্দোলন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আগামী ২০ মার্চের মধ্যে দেশের ২৩ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লক্ষাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি জাতীয়করণের এক দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। অন্যথায় শিক্ষক সমিতি বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। আন্দোলনের অংশ হিসাবে আগামী এপ্রিলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আমরণ অনশন কর্মসূচীও থাকতে পারে বলে তাঁরা জানান।

শুক্রবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সমিতির নেতৃবৃন্দ শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ সামছুল আলম এবং অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, খুশী আবুল কালাম, কাজী কামাল পাশা, মোঃ লুৎফর রহমান, মোঃ ফজলুল হক প্রমুখ।

এক দফা দাবি মেনে না নেয়া হলে আগামী ৩১ মার্চ থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ৩১ মার্চ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং সচিব বরাবর স্মারকলিপি পেশ। ২০ এপ্রিল মুক্তাঙ্গনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমাবেশ। দুপুরে নীরব পদযাত্রা সহকারে প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান। ওদিন বিকালে সংবাদ সম্মেলনসহ পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা ও আমরণ অনশন।

জনাব আলম বলেন, অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের (১৯ নম্বর পৃষ্ঠার ৩.১০ শিক্ষা অনুচ্ছেদ) সকল বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল সরকারী করার প্রতিশ্রুতি ছিল। ১৯৯৭ সালে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকারা জাতীয়করণের এক দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আমরণ অনশন কর্মসূচী পালন করেন। ঢাকার ওসমানী উদ্যানে ওই আমরণ অনশনের নবম দিনে সাবেক বিরোধীদলীয় নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া উপস্থিত হয়ে এক দফা দাবির প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেন। নির্বাচনে জয়ী হলে বেসরকারী শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি জাতীয়করণ করা হবে বলে তিনি ওই সময় পর পর তিন বার ঘোষণা করেছিলেন।

তিনি প্রায় লক্ষাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকার বাঁচার দাবি ও প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনপূর্ব ঘোষণা এবং নির্বাচনের ইশতেহারের অঙ্গীকার আগামী ২০ মার্চের মধ্যে বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকারা মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে যে কারণেই একের পর এক আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণে আমরা বাধ্য।